International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 41-45
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.41-45

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনার আদর্শ
ও
স্বাধীন ভারতের বর্তমান যুবসমাজ

ড. বন্দনা সিন্‌হা মহাপাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The backbone of a nation or society is its youth. If this section of the society is not strong, no social development is possible. It goes without saying that the way our youth society is falling victim to bad culture and various distorted consciousness in recent times is the need to free them as soon as possible. The present discussion attempts to present with arguments and examples how Swami Vivekananda's ideals of social thought and character formation can play an effective role in countering this wastage of youth power and at the same time rejuvenating the entire society.
Keywords: সামাজিক মূল্যবোধ, সুগঠিত দেহ, বিশুদ্ধ চরিত্র, পরধর্ম সহিষ্ণু, আত্ম উপলব্ধি, শুভ বুদ্ধি, শোষণমুক্ত সমাজ, স্বপ্ন পূরণ, নবভারত।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ ৭৫ বছর অতিক্রান্ত। তবুও স্বাধীন জাতি হিসাবে সভ্যতার মহৎতরশিখর কে আমরা স্পর্শ করতে পেরেছি কিনা সে বিষয়ে আমরা দ্বিধান্বিত। কারণ বাহ্যিকভাবে সভ্যতা তথা উন্নতির স্মারক হিসাবে যেগুলি চিহ্নিত অর্থাৎ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, তথ্য ও প্রযুক্তি জগতের অভাবনীয় বৈপ্লবিক রূপান্তর, বিশ্বায়নের সুবাদে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবাধ অনুপ্রবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তথাকথিত সভ্য ও উন্নত দেশগুলির সঙ্গে একই সারিতে ভারতবর্ষকেও জায়গা করে দিয়েছে। কিন্তু সভ্যতার আরেকটি প্রধান মানদন্ড হল জাতির অভ্যন্তরীণ মানবিক চেতনার প্রকাশ যা জাতির অন্তর্গত প্রতিটি সদস্যের মধ্যে মানবিক তথা সামাজিক সম্পর্ক গুলিকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে। বাহ্যিক সভ্যতার লক্ষণ বা ব্যবহারিক জীবনের উন্নয়নের সঙ্গে এই অভ্যন্তরীণ মানবিক চেতনার উন্নয়ন যখন সমান্তরাল ভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হয় তখনই একটি দেশ তথা একটি জাতি প্রকৃত সভ্যতার আলোয় আলোকিত হয়। বর্তমানকালে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের উন্নয়নের উপরে যেভাবে গুরুত্ব

আরোপ করা হচ্ছে তার তুলনায় সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি বা তার রক্ষার বিষয়টি থেকে যাচ্ছে একেবারে উপেক্ষিত বিষয় হিসেবে। তাই দেখা যাচ্ছে একাধিক সামাজিক অন্যায়- দুর্নীতি- অনাচার- অবিচার- কপটতা- ভন্ডামি। ফল হিসাবে প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে আসছে। খুন- ধর্ষণ- গণধর্ষণ- ডাকাতি- ছিনতাই- লুটতরাজ ইত্যাদি নানা অপরাধ মূলক আচরণের কথা। আরো আশ্চর্যের কথা হলো এইসব অপরাধ মূলক কাজে যুক্ত মানুষের একটা বড় অংশই হল কৈশোর- অনুত্তীর্ণ প্রাকযুবক বা সদ্য কৈশোর- উত্তীর্ণ নব্য যুবক সম্প্রদায়। অর্থাৎ একটি জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত অংশটি এইভাবে বিপথগামীতার শিকার। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে, অন্যান্য নানা জটিল কারনের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ হলো সাম্প্রতিককালের যুবসমাজ ভীষণভাবে হতাশাগ্রস্ত। তাদের সামনে কোন লক্ষ্য নেই, কোন আদর্শ নেই। কেবলমাত্র আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার তৈরীর অসুস্থ প্রতিযোগিতায় যারা অসফল তাদের সামনে এমন কোন দৃঢ়চেতা চরিত্র নেই যার আদর্শকে অনুসরণ করে তারা উদ্দীপিত হয় বা উজ্জীবিত হয়। অথচ তারা অফুরন্ত শক্তির আধার। সেই শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর পরিকাঠামোর অভাবে এইভাবে যে তার অপচয় হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। যেহেতু সামনের দিকে শুধুই লক্ষ্যহীনতা তাই যুবশক্তির এই অপচয়কে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের ফেলে আসা সময়ের দিকেই ফিরে তাকাতে হবে। অর্থাৎ যে আদর্শের ভিত্তিভূমিতে আমাদের জাতিগত তথা মানবিক সত্তা প্রতিষ্ঠিত তাকেই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে রামমোহন, ইশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনীষীদের পাশাপাশি আমাদের অন্যতম অবলম্বন নিঃসন্দেহে স্বামী বিবেকানন্দ যিনি উনিশ শতকেই অনুভব করেছিলেন যে, জাতির মূল শক্তি হিসেবে চিহ্নিত যে যুবশক্তি সমাজ ভাবনার কোন লক্ষ্যই সেই শক্তির সক্রিয়তা ছাড়া পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি যুবসমাজের চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর ভাবনায় যুবকদের যেমন স্বাস্থ্যবান হতে হবে অর্থাৎ সুগঠিত দেহের অধিকারী হতে হবে তেমনি অন্তরের দিক থেকেও হতে হবে নির্মল ও বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী। স্বামীজীর সমাজ- গঠন ভাবনায় যুবশক্তির এই সক্রিয়তা বর্তমানকালেও যে সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক তাই- ই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

স্বল্প সময়ের কর্মজীবনের মধ্যেও স্বামী বিবেকানন্দ যে বিপুল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজের প্রাণশক্তির অদম্য প্রকাশ দেখিয়েছেন তা এক কথায় অতুলনীয়। বিশ্ববন্দিত একজন হিন্দু সন্ন্যাসী হিসাবে যদিও তাঁর কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে মূলত ধর্ম আলোচনায় তবুও দেশ- জাতি তথা সামগ্রিক সমাজ সম্পর্কেও তিনি যে মূল্যবান মতামত পোষণ করেছেন তা অবশ্যই তাঁর গভীর চিন্তাশীলতার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর কাছে ধর্ম ভাবনা বৃহত্তর সমাজ ভাবনার বাইরে নিছক আচার সর্বস্ব অনুষ্ঠান কিম্বা প্রথাগত কুসংস্কারের ধারক বা বাহক নয়। তিনি ধর্ম বলতে বুঝেছেন বেদ- বেদান্ত- উপনিষদ- মহাকাব্য- পুরাণ- যোগ শাস্ত্র- বিভিন্ন দর্শন প্রভৃতির মধ্যে যে সত্যের প্রকাশ রয়েছে সেগুলিকে সমন্বিত করে এক অখণ্ড সত্যের ভাবমূর্তি রচনা করা। তিনি মনে করেন যে, সব ধর্মের মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে এবং সেই

সত্যকে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করা প্রতিটি মানুষের পবিত্র কর্তব্য। জাতি- ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের বাতাবরণে সমস্যা পীড়িত বর্তমান সমাজে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরধর্ম- সহিষ্ণু করে তোলার জন্য স্বামীজীর এই প্রেরণা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নেই।

স্বামীজির কাছে ধর্মাচরণ ঈশ্বর উপলব্ধির আধার ছিল না, ছিল আত্ম উপলব্ধির উপায়। তিনি মনে করতেন যে আত্ম আবিষ্কার মানুষের অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তুলে তাকে দান করে অফুরন্ত এক শক্তি, যে শক্তির বলে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং দেবতা বা ঈশ্বরের সন্ধানে সময়ের অপচয় না করে নিজেই নিজের ঈশ্বরে পরিণত হয়। ব্যক্তি- মানবের এই উত্তরণ বা উন্নয়ন যখন সমাজের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন যাবতীয় সংকীর্ণতার বেড়াজাল ভেসে গিয়ে এক বিশ্ব মানবতার বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর আত্ম উপলব্ধি জাত এই বোধ ও আদর্শের দ্বারা বর্তমান প্রজন্মকে যথার্থভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে সাম্প্রতিককালের বহু সামাজিক সংকটের যে অনায়াস মোকাবিলা সম্ভব হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

স্বামীজি এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন যে ভারতের কারিগর হবে তথাকথিত বঞ্চিত অবহেলিত প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় মানুষেরা। তাঁর নিজের কথাতেই এই নব ভারতের স্বরূপটিকে চিনে নেওয়া যায়-

"এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু- মরীচিকা তোমরা- ভারতের উচ্চ বর্ণেরা!... এখন ইংরেজ রাজ্যে- অবাধ বিদ্যা চর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নুতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ করে; জেলে মালামুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে- তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে- তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি।"

(ভারত - বর্তমান ও ভবিষ্যৎ–পরিব্রাজক)

অর্থাৎ স্বামীজীর মতে সামাজিক অন্যায়- দুর্নীতি- অবিচার তথা অপশাসনকে প্রতিহত করার জন্য দরকার শোষণমুক্ত এক সমাজের। আর এই শোষণ মুক্ত সমাজ গঠন তখনই সম্ভব যখন সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হবে শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণীর হাতে। স্বামীজীর সেই স্বপ্নের ভারত আজও শুধুমাত্র স্বপ্নই। তাই সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের দায়িত্বভার কাঁধে নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে আজকের যুবসমাজকে। যন্ত্রসমৃদ্ধ কর্ম বিমুখ জীবনধারাকে পরিত্যাগ করে সমাজ বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ্য পূরণের পথে। তাদের এই যাত্রায় নিঃসন্দেহে শামিল হবে সমাজের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ।

স্বামীজি বিশ্বাস করতেন—-

"যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে, রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীঘ্রই বীর্যবান অন্য জাতির ভক্ষ্য রূপে পরিণত হয়। যেথায় সমাজ শরীর বলবান,

শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র দন্ড চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকা রক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।"

অর্থাৎ কু শাসন বা অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হীন নীরবতা আদপে সামগ্রিক জাতি তথা সমাজের নিশ্চিত নিমজ্জন এর সম্ভাবনাকেই উজ্জ্বল করে। তাই আত্মবিনাশকে প্রতিরোধ করার জন্য স্বামীজি নির্দেশিত বলবান সমাজ শরীর নির্মাণই যে একমাত্র পন্থা তা এ যুগেও আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ যে আসলে আত্ম দৌর্বল্য প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয় সে কথা জানিয়ে স্বামীজি বলেছেন–

"গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও লাগে–দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপি বেশভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি, ইহারা পদদলিত বিদ্যা হীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতিয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!!"

এই হীনমন্যতার বোধ থেকে বেরিয়ে এসে স্বামীজি তথাকথিত সভ্য শিক্ষিত ভারতবাসীকে স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন—

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল–আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।.... ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারানসী; বল ভাই–ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ: আর বল দিন- রাত 'হে গৌরী নাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

(বর্তমান ভারত)

জাতি ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের বিষে জর্জরিত বর্তমান সমাজেও স্বামীজীর এই উদাত্ত আহ্বান সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক এবং বর্তমান প্রজন্মকে এই স্বদেশ মন্ত্রের দ্বারা নবভাবে দীক্ষিত করতে পারলে তবেই বর্তমান অসহনীয় সামাজিক পরিস্থিতি থেকে মুক্তির সন্ধান অর্থাৎ নবসমাজ গঠনের লক্ষ্য পুরন হতে পারবে বলে মনে হয়।

সমকালীন ভারতবর্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে স্বামীজি তার মহৎ আদর্শ ও সমাজ ভাবনা রূপায়ণের দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন যুবশক্তির উপর। মাদ্রাজবাসী যুবকদের তাঁর কর্ম পরিকল্পনায় শামিল হওয়ার জন্য তিনি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তা সেকালে ও একালেও আপামর ভারতবর্ষের যুবসমাজের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য বলে এখানে তার উল্লেখ করা যায়—

"হে মাদ্রাজের যুবকগন, তোমাদের উপরেই আমার আশা। জাতির আহেনে কি তোমরা সাড়া দেবে? যদি তোমরা সাহস করে আমার কথার বিশ্বাস করো, তাহলে তোমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ গৌরবময় হয়ে

উঠবে।.... নিজেদের আত্মার উপরে বিশ্বাস রাখুন, কারণ বাইরের সব শক্তি ই আত্মার মধ্যে নিহিত আছে এবং সেই আত্মবিশ্বাসের জোরেই সমগ্র ভারতকে তোমরা পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে। হ্যাঁ, তখনই আমরা পৃথিবীর প্রতিটি দেশে যাব এবং আমাদের ভাবধারা সেসব শক্তির উপাদান হয়ে উঠবে। আমরা এইভাবে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের প্রতিটি জাতির জীবনে প্রবেশ করব। এর জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এর জন্য আমি যুবকদের চাই। বেদ বলেছে- 'তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান যুবকরাই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারে।' ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার এখনই সময়—যখন তোমাদের দেহে আছে যৌবনের শক্তি, যৌবনের শক্তি ও সজীবতায় যখন তোমরা সমৃদ্ধ তখনই তোমাদের ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে হবে, যখন দেহের সব শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবে তখন নয়। সুতরাং কাজ কর, এই হল সময়। কেবল সবচেয়ে সজীব অস্পষ্ট ও অনাঘ্রাত পুষ্পই ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করতে হবে এবং ঈশ্বর তাই গ্রহণ করেন। নিজেদের এখনই জাগ্রত কর, জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত।"

(ভারতের ভবিষ্যৎ–জ্ঞানযোগ)

পরিশেষে বলা যায় বর্তমান সমাজ অর্থাৎ সামাজিক মূল্যবোধের দিক থেকে অবক্ষয়িত একটি সমাজের সদস্য হিসাবে যে আত্মদীনতা ও হতাশা প্রতিমুহূর্তে আমাদের ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে তার থেকে উত্তরণের উপায়ও আমরা স্বামীজির আশাব্যাঞ্জক বক্তব্যের মধ্যে পেতে পারি–

"একটি বিশাল বৃক্ষ একটি সুন্দর পাকা ফল উৎপাদন করে। সেই পাকা ফল মাটিতে পড়ে। ফলটি পচে যায় আর সেই পচা গলা ফল থেকে একটি আটি বা বীজ বেরিয়ে আসে যা ভবিষ্যৎ বৃক্ষস্বরূপ। ভবিষ্যতে সেই বীজ থেকে যে গাছ হয় তা হয়ত আগের গাছটির থেকে আরো বড় হয়"

(ভারতের ভবিষ্যৎ–জ্ঞানযোগ)

সুতরাং স্বামীজীর দেখানো আশাবাদ এর পথ ধরেই আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি যে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে আমাদের নিরন্তর কর্ম সাধনাই এই মূল্যবোধ হীন অবক্ষয়িত সমাজ পরিমন্ডলের অন্তরালে অপেক্ষমান বীজটির অঙ্কুরোদগম ঘটাবে এবং আমাদের পৌঁছে দেবে নবসমাজ তথা নব ভারতের দোরগোড়ায়। তাই এক্ষেত্রে স্বপ্ন পূরণের জন্য কর্মই হোক আমাদের একমাত্র প্রেরণা।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ , সুধাংশু রঞ্জন, অনুবাদ ও সম্পাদনা, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (১ম ও ২য় খন্ড)

২. বসু, শংকরী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ।

৩. বসু, শংকরী প্রসাদ, স্বামী বিবেকানন্দ নতুন তথ্য নতুন আলো

৪. রায় , ড. নরেন্দ্রনাথ, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা

৫. পাল, ড. সুবোধ কুমার, সম্পাদনা, স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ভাবনা